

Reference + Suggested Readings :

1. Indian Government and politics.
H. Kumar Abbas
2. Indian Government and politics
B. Chakravarty and K.P. Pandey
3. ভারত-সামরিক ও রাজনীতি
আব্দুল ক্বার মাহমুদ
4. ভারত-সামরিক ও রাজনীতি-অধ্যয়ন
সিদ্দিক সামাদ
5. ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ইতিহাস
অর্জুন সিংহ এবং
সিদ্দিক সামাদ
6. ভারতীয়-সামরিক ও রাজনীতি
আব্দুল ক্বার মাহমুদ
7. ভারত-সামরিক ও রাজনীতি
আব্দুল ক্বার মাহমুদ
সিদ্দিক সামাদ, অর্জুন সিংহ, নাস
8. ভারতীয়-সামরিক-ও-রাজনীতি
সিদ্দিক সামাদ - অর্জুন ক্বার মাহমুদ ।

বিল সভায় আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা থাকে। লোকসভার ক্ষেত্রে স্পীকার এবং রাজ্যসভার ক্ষেত্রে সভাপতি একটি অধিবেশনের কয়েকটি দিন এই উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করে দেন। শুধু নির্দিষ্ট ঐ দিনগুলিতেই বে-সরকারী বিল উত্থাপন করা যায়। অন্য কোন দিনে বে-সরকারী বিল উত্থাপন করা যায় না। কিন্তু সরকারী বিল উত্থাপনের ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট দিন এভাবে ধার্য করা থাকে না। পার্লামেন্টে বে-সরকারী বিলের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। প্রায় সকল বিলই হল সরকারী বিল।

বিলের গঠন // বিলের গঠন সম্পর্কেও সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যিক। সরকারী বে-সরকারী নির্বিশেষে সকল বিলের সমগ্র কাঠামোটি কয়েকটি অংশে বিভক্ত থাকে। এই অংশগুলি হল প্রস্তাবনা, মুখ্য অংশ এবং উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা সম্পর্কিত সাধারণ বিবৃতি। বিলের প্রস্তাবনায় বিল সম্পর্কে বিল-উত্থাপকের দু-চার কথা বিধৃত থাকে। বিলের মুখ্য অংশে বিলের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে উল্লেখ থাকে। বিলটির মূল বিষয়বস্তু কতকগুলি ধারা-উপধারায় বিভক্ত থাকে। বিলের শেষের দিকে বিলটির উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে বিল-উত্থাপনের অভিমত উপধারায় বিভক্ত থাকে। বিলের শেষের দিকে বিলটির উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা সম্পর্কে বিল-উত্থাপনের অভিমত থাকে। তা ছাড়া কোন বিলের পক্ষে একটি আর্থিক স্মারকলিপি থাকতে দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট বিলটি যদি আইনে পরিণত হয়, তা হলে সরকারের আয় বা ব্যয় কি হতে পারে তার একটি অনুমানিক ধারণা এই স্মারকলিপিতে সংযুক্ত থাকে।

১৫.৩ পার্লামেন্টে আইন পাসের পদ্ধতি (Legislative Procedure in Parliament)

আইন প্রণয়ন করা হল পার্লামেন্টের প্রধান কাজ। পার্লামেন্টে আইন প্রণয়নের বিষয়টি হল একটি পদ্ধতিগত ব্যাপার। ভারতীয় পার্লামেন্টে বিল উত্থাপন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে আইনে পরিণত হওয়া পর্যন্ত বিলটিকে বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর অতিক্রম করতে হয়। এ ব্যাপারে সংবিধানের ১০৭ থেকে ১২২ ধারার মধ্যে পার্লামেন্টের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা আছে। অর্থবিল এবং রাজস্ব বিল (Financial Bil) ছাড়া অন্যান্য সকল বিল পার্লামেন্টের যে-কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায় (১০৭ ধারা)। অর্থবিল (Money Bill) রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে কেবল লোকসভাতেই উত্থাপন করা যায়। উত্থাপনের পর বিনা সংশোধনে বা সংশোধিত আকারে বিলটি উভয় কক্ষ কর্তৃক যদি গৃহীত হয় তা হলে পার্লামেন্টে পাস হয়েছে বলে ধরা হয়। এর পর রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

সরকারী ও বে-সরকারী উভয় বিলের ক্ষেত্রেই বিল উত্থাপনের জন্য উত্থাপককে সভায় অনুমতি নিতে হয়। বে-সরকারী বিলের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে এক মাসের নোটিশ লাগে। বে-সরকারী বিলের উত্থাপককে বিল উত্থাপনের জন্য এক মাস আগে একটি নোটিশ দিতে হয় এবং সেই কক্ষের অনুমতি চাইতে হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে সরকারী গেজেটে বিলটি যদি প্রকাশিত হয়ে থাকে তা হলে তা উত্থাপনের জন্য আর অনুমতির দরকার হয় না। তা না হলে সংশ্লিষ্ট কক্ষের অনুমতি পাওয়ার পর জনগণের অবগতির জন্য বিলটিকে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়। বে-সরকারী বিলগুলি বিচার-বিবেচনার জন্য একটি কমিটি আছে। একে 'বে-সরকারী বিল ও প্রস্তাব সংক্রান্ত কমিটি' (Committee on Private Members' Bills and Resolutions) বলে। উত্থাপনের আগে প্রত্যেক বে-সরকারী বিলকে এই কমিটিতে পাঠাতে হয়। সংশ্লিষ্ট কক্ষে নির্দিষ্ট দিনে বে-সরকারী বিলের আলোচনা হতে পারে।

সরকারী বিলের ক্ষেত্রে এই সমস্ত আনুষ্ঠানিকতার দরকার হয় না। সরকারী বিল কোন কোন বিষয়ে উত্থাপন করা হবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ক্যাবিনেট। বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা নির্দিষ্ট বিষয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রস্তাব করেন। তবে সাধারণত ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বা কর্মসূচীর ভিত্তিতেই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি করা হয়। প্রস্তাবিত বিলের আর্থ-রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও আনুষ্ঠানিক অন্যান্য দিক ও সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে ক্যাবিনেট সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রিদপ্তর বিশেষতঃ আইন দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। প্রস্তাবিত বিলটির আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়াদি সম্পর্কে আইন মন্ত্রক তার মতামত জ্ঞাপন করে। তারপর ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তক্রমে সাধারণতঃ আইনমন্ত্রক প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রণয়ন করে। বিলটি প্রণীত হওয়ার পর তা ছাপান হয়। অতঃপর বিলটিকে পার্লামেন্টে উত্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়।

অর্থবিল ছাড়া অন্যান্য বিল পার্লামেন্টের যে-কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। বিল পাসের বিভিন্ন পর্যায়গুলি নিম্নরূপ:

(১) বিল উত্থাপন ও বিলের প্রথম পাঠ (Introduction and First Reading) // সভার অনুমতি পাওয়ার

পারে। তখন বিল উত্থাপনের জন্য আর অনুমতির দরকার হয় না। বিলের এই পর্বকে বলা হয় বিলের প্রথম পাঠ (First reading)।

(২) বিলের দ্বিতীয় পাঠ (Second Reading) // উত্থাপিত হওয়ার পর বিলের দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয়। নির্দিষ্ট দিনে বিলের এই দ্বিতীয় পাঠ হয়। বিলের এই পাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়ে বিলের মূল নীতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা বা বিতর্ক হয়। কিন্তু ধারা-উপধারা নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা হয় না। এই পর্বে উত্থাপক বিলটির উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। তিনি বিলটি সম্পর্কে নিম্নলিখিত যে-কোন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন: (ক) বিলটি কক্ষে সরাসরি বিবেচিত হোক; (খ) বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে (Select Committee) পাঠান হোক; (গ) বিলটিকে উভয় কক্ষের সম্মতিক্রমে উভয় কক্ষের যুক্ত কমিটির কাছে পাঠান হোক; (ঘ) জনমত নির্ধারণের জন্য বিলটিকে প্রচার করা হোক। এই পর্যায়ে বিলটি সম্পর্কে কোন সংশোধন প্রস্তাব করা যায় না। তবে বিল উত্থাপনকারীর উপরিউক্ত প্রস্তাব চারটির যে-কোনটি সম্পর্কে সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা যায়।

উল্লিখিত চার প্রকার প্রস্তাবের মধ্যে যদি প্রথমটি স্বীকৃত হয়, তাহলে বিলটি বিচার-বিবেচনার জন্য দিন স্থির করা হয়। সংশ্লিষ্ট কক্ষে সরাসরি বিচার-বিবেচনার জন্য বিলটি গৃহীত হলে বিলটির মূল নীতিগুলি বিচার-বিবেচনা করা হয়, বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং বিলটির সংশোধনও করা যায়। বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়, তা হলে কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। এবং বিচার-বিশ্লেষণ ও সুপারিশের জন্য বিলটিকে এই কমিটিতে পাঠানো হয়। আবার বিলটিকে যুক্ত কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে উভয় কক্ষের কয়েকজন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠন করা হয়। আবার যদি বিলটি সম্পর্কে জনগণের মতামত জানার উদ্দেশ্যে এটিকে প্রচারের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তা হলে এটিকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় জনগণের মতামত জানার উদ্দেশ্যে এটিকে প্রচারের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তা হলে এটিকে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রকাশ করা হয় এবং জনমত সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কক্ষের কর্মদপ্তর (Secretariat) বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় আলোচ্য বিলটিকে প্রকাশ করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিলটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান-সমূহের অভিমত গ্রহণ করতে অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলিকে নির্দেশ দেয়।

কমিটি পর্যায় // কোন বিলকে যখন সিলেক্ট কমিটি (Select Committee) বা যুক্ত কমিটিতে (Joint Committee) পাঠান হয় তখন তাকে বিলটির কমিটি পর্যায় (Committee Stage) বলে। সিলেক্ট কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বিলের উত্থাপক সদস্যদের নাম সুপারিশ করেন। সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট কক্ষ সেই সুপারিশ মেনে নেয়। এই কমিটির চেয়ারম্যানকে স্পীকার নিযুক্ত করেন। যুক্ত কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বিলের উত্থাপক যে কক্ষে বিলটি উত্থাপিত হয়েছে এই কক্ষ থেকে যারা সদস্য হবেন তাঁদের নাম উল্লেখ করেন। এবং অপর কক্ষকে বাকি সদস্যদের নাম পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। কমিটি বিলটির ধারা উপধারা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে। তা ছাড়া কমিটি বিলটি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে। কমিটি কাগজপত্র তলব করতে পারে, সাক্ষীসাবুদ গ্রহণ করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট স্বার্থের মতামত শুনতে পারে। কিন্তু কমিটি বিলটির মূল নীতি ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন করতে পারে না। তবে প্রয়োজনবোধে সংশোধনের সুপারিশ করতে পারে। প্রচলিত কোন আইনের সঙ্গে আলোচ্য বিলটির কোন বিরোধিতা আছে কিনা কমিটিকে তা বিচার-বিবেচনা করে দেখতে হয়। এইভাবে বিলটির বিচার-বিবেচনার পর কমিটি তার সুপারিশসহ একটি রিপোর্ট তৈরী করে।

রিপোর্ট পর্যায় // সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটিকে কমিটির চেয়ারম্যান বিলটির উত্থাপক সভায় পেশ করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উভয় কমিটিকে সংশ্লিষ্ট কক্ষের কাছে আলোচ্য বিলটি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করতে হয়। তখন বিলটির মধ্যে উভয় কমিটিকে সংশ্লিষ্ট কক্ষের কাছে আলোচ্য বিলটি সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করতে হয়। তখন বিলটির প্রস্তাবক প্রস্তাব করতে পারেন: (১) কমিটির রিপোর্ট বিচার-বিবেচনার জন্য সভায় গ্রহণ করা হোক; বা (২) বিলটিকে আবার সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠান হোক; বা (৩) জনমত যাচাই করার জন্য বিলটিকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হোক। কমিটির রিপোর্ট বিচার-বিবেচনার জন্য গৃহীত হলে সভা রিপোর্টটি বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং প্রস্তাব গ্রহণ করে। এর পর বিলটির বিভিন্ন ধারা-উপধারা নিয়ে আলোচনা হয়। এই পর্যায়ে সংশোধনের প্রস্তাব করা যায়। সভার যে-কোন সদস্য বিলটির উপর সংশোধনী প্রস্তাব আনতে পারেন। কিন্তু সংশোধনী প্রস্তাব আনয়নের জন্য অন্ততঃ একদিন আগে নোটিশ দিতে হয়। এইভাবে বিলটির প্রতিটি ধারার বিচার-বিবেচনা এবং ভোট গ্রহণ শেষ হলে বিলটির দ্বিতীয় পাঠ সমাপ্ত হয়।

প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ব্রিটেনে সাধারণত সকল বিলকেই কমিটির কাছে পাঠান হয়। ভারতে মোট বিলের মধ্যে অল্পসংখ্যক বিলই কমিটির কাছে পাঠানোর প্রস্তাব বা জনমত যাচাই করার জন্য বিলটি প্রচারের প্রস্তাব গৃহীত হয়। সাধারণতঃ বিলের উত্থাপক দ্বিতীয় পাঠের প্রাক্কালে প্রস্তাব করেন যে বিলটি বিচার-বিবেচনার জন্য সভায় গ্রহণ করা হোক। যদি এই প্রস্তাব গৃহীত হয় তা হলে বিলটি কোন কমিটির কাছে পাঠান হয় না। সংশ্লিষ্ট কক্ষ বিলটির বিভিন্ন ধারা-উপধারা নিয়ে সরাসরি আলোচনা করে। সরকারী বিলগুলি মন্ত্রীরা উত্থাপন করেন। তাই দ্বিতীয় পাঠের সময় সংশ্লিষ্ট কক্ষে অধিকাংশ বিলই বিবেচিত হয়ে থাকে।

(৩) বিলের তৃতীয় পাঠ (Third Reading) // তারপর নির্দিষ্ট দিনে বিলটির তৃতীয় পাঠ শুরু হয়। এই পর্যায়ে বিলটিকে সামগ্রিকভাবে বিচার-বিবেচনা করতে হয়। এই স্তরে বিলটির ধারা-উপধারা নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা চলে

না। তবে শব্দগত বা আনুষ্ঠানিক সংশোধনের প্রস্তাব করা যায়। কিন্তু কোন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের প্রস্তাব করা যায় না। বিলটিকে এখন সামগ্রিকভাবে অনুমোদন বা বর্জন করতে হবে। আংশিকভাবে অনুমোদন বা সংশোধনের সুযোগ নেই। বিলটি যদি সভায় ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়, তাহলে সভার অধ্যক্ষ (লোকসভার ক্ষেত্রে স্পীকার এবং রাজ্যসভার ক্ষেত্রে সভাপতি) সেই মর্মে একটি প্রমাণপত্র (certificate) দেন।

অপরকক্ষেও বিলটি গৃহীত হওয়া দরকার ॥ পার্লামেন্টের একটি কক্ষে বিলটি এইভাবে গৃহীত হওয়ার পর অপর কক্ষে পাঠাতে হয়। বিলটি যদি এই পদ্ধতিতে এবং একই আকারে অপর কক্ষে অনুমোদিত হয় তাহলে সেটি উভয়কক্ষে গৃহীত হয়েছে বলে ধরা হয়। তখন বিলটিকে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁর কাছে পাঠান হয়।

রাষ্ট্রপতির সম্মতি ॥ রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষর করলে বিলটি আইনে (Act) পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতি যদি সম্মতি না দেন, তাহলে বিলটি বাতিল হয়ে যায়। আবার সম্মতি না দিয়ে রাষ্ট্রপতি বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টে ফেরৎ পাঠাতে পারেন। তখন বিলটিকে আবার পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে বিল পাসের বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। তবে বিলটি পার্লামেন্টে দ্বিতীয়বার একইভাবে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি বিলটিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য থাকেন।

উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন ॥ বিলটি সম্পর্কে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হতে পারে। তখন নতুন জটিলতার সৃষ্টি হয়। উত্থাপক কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর (১) বিলটিকে অপর কক্ষ যদি প্রত্যাখ্যান করে, বা (২) অপর কক্ষ যদি এমনভাবে বিলটিকে সংশোধন করে যাতে উত্থাপক কক্ষের সম্মতি নেই, বা (৩) উত্থাপক কক্ষ বিলটি গ্রহণ করার পর যদি ছ'মাসের মধ্যে বিলটি অপর কক্ষ গ্রহণ না করে তা হলে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এই অচলাবস্থার অবসানের জন্য রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করেন [১০৮(১) ধারা]। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে লোকসভা ভেঙ্গে যায় তা হলে বিলটি বাতিল হয়ে যাবে। তখন রাষ্ট্রপতি দুই কক্ষের যুক্ত অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি দিতে পারেন না। পার্লামেন্টের এই যুক্ত অধিবেশনে লোকসভার স্পীকার সভাপতিত্ব করেন। এই যুক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে বিলটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সুতরাং এ রকম ক্ষেত্রে সাধারণতঃ লোকসভার সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়ে থাকে। তার কারণ লোকসভার সদস্যসংখ্যা রাজ্যসভার সদস্যসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশী। ভোট ভাগাভাগি (cross division of voting) ব্যাপকভাবে হলে বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে ১৯৬১ সালের 'পণপ্রথা বিরোধী বিল' (Dowry Prohibition Bill) -এর কথা বলা যায়। এই বিলকে কেন্দ্র করে পার্লামেন্টের একটি যৌথ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। এবং এই যৌথ অধিবেশনে রাজ্যসভার একটি সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছিল। তবে এ রকম সম্ভাবনা খুবই কম।

বিল অসিদ্ধ হয় ॥ এ প্রসঙ্গে কোন বিল অসিদ্ধ হওয়া (Lapsing of Bill) সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যিক। কোন বিল লোকসভার বিবেচনাধীন থাকার সময় বা লোকসভায় পাস হওয়ার পর রাজ্যসভার বিবেচনাধীন থাকার সময় লোকসভা যদি ভেঙ্গে যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট বিলটি অসিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে বিল অসিদ্ধ হয় না: (১) পার্লামেন্টের দু'টি কক্ষের অধিবেশন বন্ধ থাকার জন্য, (২) লোকসভায় পাস হয় নি এমন কোন বিল রাজ্যসভায় বিবেচনাধীন থাকাকালীন সময়ে লোকসভা ভেঙ্গে গেলে বা, (৩) রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য কোন বিল তাঁর বিবেচনাধীন থাকার সময় লোকসভা ভেঙ্গে গেলে।

১৫.৪ অর্থবিল ও রাজস্ব বিল (Money Bill and Financial Bill)

অর্থবিল কাকে বলে? সংবিধানের ১১০ ধারায় অর্থবিলের সংজ্ঞার উল্লেখ আছে। এই ধারায় উল্লিখিত সাতটি বিষয় বা তাদের মধ্যে যে-কোন একটিকে নিয়ে রচিত বিলই হল অর্থবিল। উল্লিখিত সাতটি বিষয় হল : (ক) কোন কর আরোপ, বিলোপ, পরিহার, পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ; (খ) ভারত সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ বা কোন প্রতিশ্রুতি (Guarantee) প্রদান নিয়ন্ত্রণ, বা ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত বা গৃহীত হবে এমন কোন আর্থিক দায়িত্ব সম্পর্কিত আইনের সংশোধন; (গ) সঞ্চিত তহবিলের বা আকস্মিকতা তহবিলে অর্থ প্রদান ও প্রত্যাহার; (ঘ) ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ বিনিয়োগ; (ঙ) কোন ব্যয়কে ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় বলে ঘোষণা বা ঐ ধরনের ব্যয় বৃদ্ধি; (চ) ভারতের সঞ্চিত তহবিল বা সরকারী গণিতক খাতে অর্থপ্রাপ্তি বা ঐ ধরনের অর্থের তত্ত্বাবধান বা অর্থপ্রদান অথবা কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক সরকারের হিসাব পরীক্ষা অথবা (ছ) ক থেকে চ পর্যন্ত উল্লিখিত যে-কোন বিষয়ের আনুষঙ্গিক বিষয় [১১০(১) ধারা]।

সংবিধানের ১১০(১) ধারাটি ছবছ উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ধারায় বলা হয়েছে :

“... a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely—

- (a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;
- (b) the regulation of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the Government of India, or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Government of India;

- (c) the custody of the Consolidated Fund or the Contingency Fund of India, the payment of the moneys into or the withdrawal of moneys from any such Fund;
- (d) the appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India;
- (e) the declaring of any expenditure to be expenditure charged on the Consolidated Fund of India or the increasing of the amount of any such expenditure;
- (f) the receipt of money on account of the Consolidated Fund of India or the Public Account of India or the custody or issue of such money or the audit of the accounts of the Union or of a State ; or
- (g) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f).

১১০ ধারায় উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কিত বিল ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের বিল অর্থবিল হিসাবে গণ্য হয় না। উল্লিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ও কোন বিলের অন্তর্ভুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট বিল অর্থবিল হিসাবে গণ্য হবে না। অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেই তাকে অর্থবিলের পর্যায়েভুক্ত করা যায় না। যেমন—জরিমানা বা অন্য কোন অর্থদণ্ড ধার্য, লাইসেন্স বা কোন সেবা কার্যের জন্য ফী ধার্য বা স্থানীয় কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক স্থানীয় উদ্দেশ্যে কর স্থাপন, বিলোপ, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিল অর্থবিলের অন্তর্ভুক্ত নয় [১১০(২) ধারা]।

স্পীকারের সার্টিফিকেট ॥ কোন বিল অর্থবিল কিনা এ-বিষয়ে লোকসভার স্পীকার একটি সার্টিফিকেট দেন। এক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয় [১১০(৩) ধারা]। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালত বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের কাছে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না।

অর্থ সংক্রান্ত বিল দু'ধরনের ॥ অর্থবিল ছাড়াও আরো এক ধরনের বিল আছে। এই বিলকে অর্থসংক্রান্ত বিল বা রাজস্ব বিল (Financial Bill) বলে। সংবিধানের ১১৭ ধারায় এ ধরনের বিল সম্পর্কে আলোচনা আছে। অর্থাৎ অর্থসম্পর্কিত বিল দু'ধরনের হতে পারে; (১) অর্থবিল (Money Bill) (২) রাজস্ব বিল (Financial Bill)। এই দু'ধরনের বিলের মধ্যে কিছু আপাত সাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। অর্থসংক্রান্ত যে সমস্ত বিলে লোকসভার স্পীকার সার্টিফিকেট দেন সেগুলিই হল অর্থবিল। রাজস্ববিলে লোকসভার স্পীকারের সার্টিফিকেট লাগে না। কোন বিল অর্থবিল কিনা এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়। স্পীকার অর্থবিল হিসাবে কোন বিলকে যে সার্টিফিকেট দেন সে নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলা যায় না। সাধারণতঃ কর বা ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে অর্থবিল সম্পর্কিত থাকে; অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে না। কিন্তু কর বা ব্যয় সম্পর্কিত বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয় রাজস্ব বিলের অন্তর্ভুক্ত হয়।

রাজস্ববিল দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ॥ রাজস্ব বিল আবার দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত : (১) প্রথম শ্রেণীভুক্ত রাজস্ববিল এবং (২) দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রাজস্ববিল। প্রথম শ্রেণীভুক্ত রাজস্ব বিলের সঙ্গে অর্থবিলের এবং দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রাজস্ববিলের সঙ্গে সাধারণ বিলের নৈকট্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থবিল কেবলমাত্র ১১০(১) ধারায় উল্লিখিত বিষয়সমূহের সঙ্গে সাধারণ বিলের নৈকট্য পরিলক্ষিত হয়। অর্থবিল কেবলমাত্র ১১০(১) ধারায় উল্লিখিত বিষয়াদি বা তাদের যে-কোন একটিকে নিয়ে রচিত হয়। কিন্তু প্রথম শ্রেণীভুক্ত রাজস্ববিলে ১১০(১) ধারায় উল্লিখিত বিষয়াদি ছাড়াও অন্যান্য আর্থিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত রাজস্ববিলে অর্থবিলের কোন বিষয়বস্তু থাকে না। যে সমস্ত সাধারণ বিলকে আইনে রূপায়িত করে বলবৎ করতে হলে ভারতের সক্ষিত তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত বিলকে দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজস্ববিল বলে।

প্রথম শ্রেণীর রাজস্ব বিলের সঙ্গে অর্থবিলের অল্প কিছু সাদৃশ্য আছে। প্রথম শ্রেণীর রাজস্ববিলে অর্থবিলের বিষয়বস্তু ও অন্যান্য বিষয় উভয়ই থাকে। এই বিলকে অর্থবিলের মত রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না। কেবলমাত্র লোকসভাতেই এই সমস্ত বিল উত্থাপন করা যায়। আবার অর্থবিলের মত এই সমস্ত বিলকে রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন ছাড়া উত্থাপন করা যায় না। কিন্তু এই সমস্ত বিলকে রাজ্যসভা সাধারণ বিলের মত সংশোধন করতে পারে এবং প্রত্যাখ্যানও করতে পারে। আবার এ ধরনের বিলকে নিয়ে সংসদের উভয় কক্ষের মধ্যে মতবিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি দু'টি কক্ষের যুক্ত অধিবেশন ডাকতে পারেন। এবং এই যুক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংশ্লিষ্ট বিলটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু অর্থবিলের ব্যাপারে লোকসভার একক প্রধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থবিলের ব্যাপারে রাজ্যসভার কোন কার্যকর ক্ষমতা নেই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজস্ববিল ॥ দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজস্ববিলে অর্থবিলের কোন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে না। তবে এই সমস্ত বিলে কোন-না-কোনভাবে অর্থব্যয়ের প্রস্তাব থাকে। অর্থবিলের সঙ্গে এই সমস্ত বিলের কোন সাদৃশ্য নেই; আছে মৌলিক পার্থক্য। তবে সাধারণ বিলের সঙ্গে এই সমস্ত বিলের সাদৃশ্য আছে। এই বিলগুলি পাসের পদ্ধতি হল সাধারণ বিল পাসের পদ্ধতির মতই। দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজস্ববিল পার্লামেন্টের যে-কোন কক্ষে উত্থাপন করা যায়। রাজ্যসভা এই সমস্ত বিলকে সংশোধন এবং প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত বিল উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন লাগে। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া পার্লামেন্টে এই সমস্ত বিল বিচার-বিবেচনা করা

যায় না। কারণ এই সমস্ত বিল আইনে পরিণত করে কার্যকর করার সময় ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থব্যয় করার দরকার হয়।

১৫.৫ অর্থবিল পাসের পদ্ধতি (Procedure for Passing Money Bills)

অর্থবিল উত্থাপন // অর্থবিল পাসের পদ্ধতি সাধারণ বিল পাসের পদ্ধতি থেকে কিছুটা আলাদা। অর্থবিল উত্থাপন ও প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে সংবিধানের ১০৯ ধারায় আলোচনা আছে। অর্থবিল কেবল মন্ত্রিগণ উত্থাপন করতে পারেন। কারণ অর্থবিল মাত্রই সরকারী বিল। তাই কোন সাধারণ সদস্য এই বিল উত্থাপন করতে পারেন না। এই বিল কেবল লোকসভাতেই উত্থাপন করা যায়। রাজ্যসভায় এই বিল উত্থাপন করা যায় না। ভারতীয় সংবিধানের এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত। গণতান্ত্রিক শাসনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কর ধার্য, কর সংগ্রহ এবং সরকারী অর্থ ব্যয় সম্পর্কিত ক্ষমতা জনপ্রিয় কক্ষের হাতে ন্যস্ত থাকে। অর্থবিল উত্থাপনের আগেই রাষ্ট্রপতির সম্মতি গ্রহণ করতে হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া অর্থবিল উত্থাপন করা যায় না। গ্রেট ব্রিটেনের সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতিনীতি অনুসারে ভারতে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অর্থ হল এই যে সরকারই হবে অর্থ বিলের উদ্যোক্তা। সরকারের হাতে এই ক্ষমতা আছে বলেই দায়-দায়িত্ব সম্পাদন করতে সরকারের সুবিধা হয়।

সাধারণ বিল পাসের ক্ষেত্রে প্রতিটি বিলকে প্রথম পাঠ, দ্বিতীয় পাঠ, কমিটি পর্যায়, তৃতীয় পাঠ প্রভৃতি পর্যায় অতিক্রম করে প্রতিটি কক্ষের সম্মতি লাভ করতে হয়। অর্থবিলকেও অনুরূপভাবে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে লোকসভার সম্মতি লাভ করতে হয়।

কোন অর্থবিল উত্থাপনের উদ্দেশ্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে লোকসভায় বিলটি উত্থাপন এবং প্রথম পাঠ শেষ হয়। সংশ্লিষ্ট বিলটিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠান যেতে পারে। আবার লোকসভা বিলটি সরাসরি আলোচনাও করতে পারে। এই দ্বিতীয় পাঠের সময় অর্থবিলকে কোন যুক্ত কমিটিতে পাঠান যায় না। তারপর তৃতীয় পর্যায়ে বিলটির সামগ্রিক আলোচনা হয়ে থাকে। এই পর্যায়ে বিলটির উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। লোকসভায় অর্থবিলটি পাশ হওয়ার পর, স্পীকারের সার্টিফিকেট সমেত বিলটিকে রাজ্যসভায় পাঠান হয়। রাজ্যসভায় প্রেরণের প্রাক্কালে বিলটি যে একটি অর্থবিল এই মর্মে লোকসভার স্পীকারকে একটি সার্টিফিকেট (Certificate) দিতে হয় [১১০(৪) ধারা]। স্পীকার তাঁর এই সার্টিফিকেটে বলেন: "I hereby certify that this Bill is a Money Bill within the meaning of Article 110 of the Constitution of India."

রাজ্যসভার সম্মতি // অর্থবিলের ব্যাপারে রাজ্যসভার বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই। রাজ্যসভা অর্থবিল নিয়ে আলোচনা করতে পারে। কিন্তু রাজ্যসভা অর্থবিলকে সংশোধন বা প্রত্যাখান করতে পারে না; তবে সংশোধনের সুপারিশ করতে পারে। তাও আবার বিলটি পাওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভাকে এই সুপারিশ লোকসভার কাছে পাঠাতে হয়। এই সুপারিশ লোকসভা গ্রহণ করতে পারে, আবার স্বচ্ছন্দে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। যাই হোক, বিলটি উভয় ক্ষেত্রেই উভয়কক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। বিলটিকে দ্বিতীয়বার রাজ্যসভায় পাঠানোর কোন ব্যবস্থা নেই। আবার বিলটি পাওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা যদি বিলটিকে লোকসভার কাছে ফেরৎ না পাঠায়, সেক্ষেত্রেও উভয়কক্ষ কর্তৃক বিলটি গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর // তারপর অর্থবিলটিকে রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর সম্মতির জন্য পাঠান হয়। সংশ্লিষ্ট বিলটি লোকসভায় উত্থাপনের আগেই রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করেছে। সুতরাং এই পর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন আনুষ্ঠানিক বিষয় মাত্র। রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর অর্থবিলটি আইনে পরিণত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, রাষ্ট্রপতি সাধারণ বিলকে পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টে ফেরৎ পাঠাতে পারেন। কিন্তু অর্থবিলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা নেই।

অর্থবিলের ক্ষেত্রে লোকসভার প্রাধান্য বহুলাংশে তত্ত্বগত // ভারতে 'অর্থবিল' পাসের ক্ষেত্রে লোকসভার সামগ্রিক প্রাধান্য সুস্পষ্ট। অর্থবিলের ব্যাপারে লোকসভার সিদ্ধান্তকে রাজ্যসভা ও রাষ্ট্রপতি অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করতে পারেন না। অর্থবিলের ব্যাপারে লোকসভার এই প্রাধান্য সম্পূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত। তবে অর্থবিলের ক্ষেত্রে লোকসভার এই প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব বহুলাংশে তত্ত্বগত। বাস্তবে লোকসভা তার এই কর্তৃত্বকে কার্যকর করতে পারে না। তার নানা কারণ আছে। লোকসভার সাধারণ সদস্যরা অর্থবিল উত্থাপন করতে পারেন না। অর্থবিল সম্পর্কিত লোকসভার আলোচনা প্রকৃত প্রস্তাবে আনুষ্ঠানিক ও অর্থহীন। কারণ ক্ষমতাসীন দল লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই মন্ত্রীদের দ্বারা উত্থাপিত অর্থবিল লোকসভায় অনুমোদিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা থাকে। সরকার পক্ষ কার্যতঃ বিনা আলোচনার অর্থবিলকে অনুমোদনের জন্য তৎপর হয়ে উঠে। অর্থবিল নিয়ে আলোচনার জন্য বিশেষ সময় পাওয়া যায় না। সর্বোপরি অর্থবিল এমনিতেই অত্যন্ত জটিল প্রকৃতির হয়ে থাকে। অর্থবিলের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার জন্য বিশেষজ্ঞের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। লোকসভার অধিকাংশ সদস্যের কাছে তা আশা করা যায় না।

মন্ত্রিসভার কর্তৃত্ব // প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থবিলের ব্যাপারে লোকসভার এই কর্তৃত্ব মন্ত্রিসভাই ভোগ করে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় এটাই স্বাভাবিক। কারণ মন্ত্রিসভা দলীয় আনুগত্যের সাহায্যে লোকসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তা ছাড়া,

সরকার দাবি না করলে লোকসভায় অর্থবিল উত্থাপিত হয় না। অর্থবিল কেবল মন্ত্রীরাই উত্থাপন করতে পারেন। তাই অর্থবিল পাসের ক্ষেত্রে কার্যত মন্ত্রিসভার এবং বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকাই প্রধান।

১৫.৬ পার্লামেন্টের অর্থ সম্পর্কিত কার্যপদ্ধতি (Financial Procedure in parliament)

সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কর ধার্য, কর সংগ্রহ এবং সরকারী অর্থ ব্যয় সম্পর্কিত কার্যপদ্ধতি হল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইংল্যান্ড হল সংসদীয় শাসনব্যবস্থার পীঠস্থান। ইংল্যান্ডের শাসনব্যবস্থাই সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামো ও কার্যগত বিন্যাসের ক্ষেত্রে পথনির্দেশকের কাজ করে। অর্থসংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ ব্যবস্থাকে অনুসরণ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারাও এ ক্ষেত্রে ব্রিটেনের অর্থ-বিষয়ক কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্টের অর্থ সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতি ব্রিটিশ ব্যবস্থার অনুরূপ। অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতির ব্যাপারে ব্রিটেনের মত ভারতের সংবিধানেও কতকগুলি মৌলিক নীতি বর্তমান। এই সমস্ত নীতিগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

(১) ব্রিটেনে পার্লামেন্ট-প্রণীত আইন ছাড়া সরকার কোন কর ধার্য বা সংগ্রহ করতে পারে না। অনুরূপভাবে ভারতেও আইনের সমর্থন ছাড়া কোন কর ধার্য বা সংগ্রহ করা যায় না। সংবিধানের ২৬৫ ধারায় বলা হয়েছে: "No tax shall be levied or collected except by authority of law." অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে পার্লামেন্টের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের অর্থের যথাযথ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে কোন বে-সরকারী বিল বা প্রস্তাব উত্থাপিত হতে পারে না। ব্রিটেনের মত ভারতেও এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ কর ধার্য বা কর বৃদ্ধির প্রস্তাব কেবল সরকারই উত্থাপন করতে পারে। পার্লামেন্টের বে-সরকারী সদস্যরা (Private members) প্রচলিত কোন কর বৃদ্ধির ব্যাপারে বা কর ধার্য করার ব্যাপারে প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন না। এই ক্ষমতা বে-সরকারী সদস্যদের থাকলে অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত। তবে বে-সরকারী সদস্যরা কোন কর রদ বা হ্রাস করার ব্যাপারে প্রস্তাব পেশ করতে পারেন।

(৩) ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব কেবল সরকারই করতে পারে। ব্রিটেনের মত ভারতেও এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ব্রিটেনে রাজা বা রানীর পূর্বানুমোদন ছাড়া সরকারী ব্যয়ের প্রস্তাব কম্প সভায় পেশ করা যায় না। ভারতে রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমতি ছাড়া কোন ব্যয়-বরাদ্দের দাবি করা যায় না। অর্থাৎ সরকারই কেবল ব্যয় মঞ্জুরীর প্রস্তাব তুলতে পারে। কেবল সরকারকেই অধিকার প্রদানের অর্থ হল এ ব্যাপারে সরকারের দায়িত্বকে অর্থবহ ও কার্যকর করা। পার্লামেন্টের বে-সরকারী সদস্যদের হাতে ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার থাকলে সরকারী ব্যয়ের ক্রটি-বিচ্যুতির ব্যাপারে সরকারকে দায়ী করা যাবে না। তবে লোকসভা ব্যয়-বরাদ্দের দাবি হ্রাস করতে পারে বা একেবারে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কিন্তু লোকসভা নিজে ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারে না।

(৪) সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অর্থসংক্রান্ত সকল বিষয়ে প্রকৃত ক্ষমতা আইনসভার জনপ্রিয় কক্ষের হাতেই থাকে। কমন্স সভার অনুমোদন ছাড়া ব্রিটেনে অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। ভারতেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে ভারতে লোকসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লোকসভার অনুমোদন ছাড়া কোন কর ধার্য করা, বিলোপ করা বা কোন করের হার পরিবর্তন করা যায় না।

(৫) ভারতের সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of India)-এ ভারত সরকারের আদায়ীকৃত সকল রাজস্ব জমা হয় এবং এই তহবিল থেকে ভারত সরকারের ব্যয় নির্বাহ ও ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হয়।

(৬) আকস্মিক ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারতের একটি সংরক্ষিত তহবিল আছে। এই তহবিলের নাম হল 'ভারতের আকস্মিক তহবিল' (Contingency Fund of India)।

১৫.৭ পার্লামেন্টে বাজেট পাসের পদ্ধতি (Procedure of Passing Budget in Parliament)

সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের আয়-ব্যয় খেয়াল খুশি মত পরিচালিত হতে পারে না। তার জন্য পরিকল্পিত ও সুবিন্যস্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ বা দপ্তর থাকে। এই সমস্ত দপ্তরের প্রয়োজন এবং সম্ভাব্য রাজস্বের হিসাব-নিকাশের ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে সরকার প্রত্যেক আর্থিক বছর শুরু হওয়ার আগে সামনের আর্থিক বছরের জন্য একটি বাজেট প্রস্তুত করে। সরকার পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের যে খসড়া হিসাব প্রণয়ন করে তাকে বাজেট (Budget) বলে। সরকারের আনুমানিক আয়-ব্যয় ও আর্থিক নীতির বৈশিষ্ট্য বাজেটের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। এই বাজেট অনুমোদন করা পার্লামেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব।

বাৎসরিক অর্থবিবরণী বা বাজেট // ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য রাষ্ট্রপতিকে আনুমানিক আয়-ব্যয়ের 'বাৎসরিক অর্থবিবরণী' (Annual Financial Statement) পার্লামেন্টে পেশ করার ব্যবস্থা

করতে হয়। বাজেট বলতে এই বাৎসরিক অর্থবিবরণীকে বোঝায়। বাস্তবে রাষ্ট্রপতির পক্ষে অর্থমন্ত্রী লোকসভায় বাজেট পেশ করেন।

আর্থিক বছরের জন্য আনুমানিক হিসাব ॥ সরকারের নতুন আর্থিক বছর (Financial year) শুরু হয় ১লা এপ্রিল থেকে। এই আর্থিক বছর শেষ হয় পরের বছর মার্চ মাসে। নতুন আর্থিক বছর শুরু হওয়ার আগেই সরকারকে পার্লামেন্টে বাজেট পেশ করতে ও পাস করিয়ে নিতে হয়। তাই প্রত্যেক আর্থিক বছর শেষ হওয়ার আগেই পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য বাজেট প্রণয়ন ও পাসের ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগী হতে হয়। সাধারণতঃ প্রত্যেক চলতি বছরের অক্টোবর মাস থেকেই এই উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হয়। পরবর্তী আর্থিক বছরে আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রণয়ন করার জন্য অর্থ দপ্তর চলতি বছরের অক্টোবর মাস থেকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরকে উদ্যোগী হতে নির্দেশ দেয়। সকল দপ্তরের কাছ থেকে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব পাওয়ার পর সামনের আর্থিক বছরের জন্য অর্থদপ্তর একটি বাজেট প্রণয়ন করে।

রেল-বাজেট ও সাধারণ বাজেট ॥ প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার সাধারণ বাজেট (General Budget) ছাড়াও পার্লামেন্টে একটি রেল বাজেট (Railway Budget) পেশ করা হয়। রেল দপ্তর রেল বাজেটের মাধ্যমে সামনের আর্থিক বছরের দপ্তরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের বিবরণ পেশ করে। রেলমন্ত্রী পার্লামেন্টে রেল বাজেট পেশ করেন। রেল দপ্তর সম্পর্কিত বিষয়টি সাধারণ বাজেটে থাকে না। অন্যান্য সকল বিষয়ের আনুমানিক আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ সাধারণ বাজেটে থাকে।

রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ও অনুমতি অনুসারে অর্থমন্ত্রী নিজে লোকসভায় বাজেট পেশ করেন। সাধারণতঃ ফেব্রুয়ারি মাসে পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে। ফেব্রুয়ারি মাসের কোন একটি দিনে বাজেট পেশ করা হয়। অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করে বাজেট ব্যাখ্যা করে একটি বক্তৃতা দেন। সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কিত নীতি এবং রাজস্ব সম্পর্কিত তথ্যাদি অর্থমন্ত্রীর বাজেট-বক্তৃতায় ব্যক্ত হয়। প্রচলিত করের পরিবর্তন বা পরিহার, নতুন কোন কর আরোপ, সরকারী আয়-ব্যয় সম্পর্কিত যাবতীয় প্রস্তাব, জাতীয় ঋণ সম্পর্কিত বিবরণ প্রভৃতি বাজেটের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়।

ব্যয়ের দিক ও আয়ের দিক ॥ বার্ষিক অর্থবিবরণী বা বাজেটের দুটি দিক থাকে: একটি হল ব্যয়ের দিক এবং অন্যটি হল আয়ের দিক। পরবর্তী আর্থিক বছরে কোন কোন ক্ষেত্রে আনুমানিক কত ব্যয়-বরাদ্দ করা হবে সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কিত প্রস্তাবাদি হল বাজেটের ব্যয়ের দিকের বিষয়। বাজেটের আয়ের দিকের বিষয়াদির মধ্যে থাকে বিভিন্ন সূত্র থেকে সরকারের রাজস্ব সংগ্রহ ও আনুমানিক আয়ের হিসাব সম্পর্কিত প্রস্তাবসমূহ। ব্যয়প্রকল্প ও রাজস্বের সম্ভাবনা সম্পর্কিত বিষয়াদি ছাড়াও আগামী আর্থিক বছরের জন্য সরকারের অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কেও বাজেটে আলোচনা থাকে। তা ছাড়া বিগত আর্থিক বছরে সরকারের মোট সংগ্রহ, মোট ব্যয়ের বিশ্লেষণ এবং উৎস বা ঘাটতি সম্পর্কে উল্লেখ থাকে।

বাজেটের অন্তর্ভুক্ত সরকারী আয়-ব্যয় দু'ভাগে বিভক্ত থাকে। এই দুটি ভাগ হল: (১) রাজস্ব খাতে আয়-ব্যয় (Revenue on Income and Expenditure)। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে কর সংগ্রহ থেকে আয় এবং কর সংগ্রহের জন্য ব্যয়ের কথা বলা যায়। (২) দ্বিতীয় ভাগে থাকে মূলধন বিনিয়োগ খাতে আয়-ব্যয় (Capital Income and Expenditure)। এ ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ সূত্রে আয় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে ব্যয়ের কথা বলা যায়।

দু'শ্রেণীর ব্যয় ॥ ভারত সরকারের সকল ব্যয় ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে নির্বাহ করা হয়। কিন্তু বাজেটের অন্তর্ভুক্ত সরকারী ব্যয়-বরাদ্দকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে দেখান হয়। সরকারী ব্যয়ের এই দুটি ভাগ হল: (১) ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় (expenditure charged upon the Consolidated Fund of India) [১১২(২ক) ধারা] এবং (২) ভারতে সঞ্চিত তহবিল থেকে অন্যান্য প্রস্তাবিত ব্যয় নির্বাহের দাবি (expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of India) [১১২(২খ) ধারা]।

ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় ॥ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যয়গুলি পার্লামেন্টের বাৎসরিক অনুমোদনসাপেক্ষ নয়। এগুলি হল ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়। এই সমস্ত ব্যয় মেটানোর জন্য পার্লামেন্টের অনুমোদন লাগে না। তাই এই শ্রেণীর ব্যয়কে ভোট-বহির্ভূত ব্যয় (Non-Votable Expenditure) বলে। সংবিধানের ১১২(৩) ধারায় এই সমস্ত ব্যয়ের বিস্তারিত উল্লেখ আছে। ভোট-বহির্ভূত ব্যয়গুলি হল: রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতাসমূহ এবং তাঁর পদ সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যয়; রাজ্যসভার সভাপতি ও সহ-সভাপতি এবং লোকসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা; জাতীয় ঋণজনিত ব্যয়; সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক প্রমুখ পদাধিকারীর বেতন ও ভাতাজনিত ব্যয়; কোন আদালতের রায়ের ভিত্তিতে দেয় অর্থ; কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের জন্য ব্যয় প্রভৃতি। আবার পার্লামেন্ট প্রয়োজনবোধে অন্য কোন ব্যয়কেও আইনের মাধ্যমে ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় হিসাবে ঘোষণা করতে পারেন। এই সমস্ত ব্যয় পার্লামেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষ নয়। কিন্তু পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে এ নিয়ে আলোচনা হতে পারে [১১৩(১) ধারা]।

কতকগুলি ব্যয়কে ভোট বহির্ভূত করার কারণ ॥ সরকারের নির্দিষ্ট কতকগুলি ব্যয়কে পার্লামেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষ

না করার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। সরকারের কতকগুলি ব্যয় আছে যেগুলি প্রকৃতিগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে-কোন অবস্থাতেই এই সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। অন্যথায় রাষ্ট্রের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হবে। তাই এই ব্যয়গুলিকে সংবিধানের ১১২(৩) ধারায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে এবং পার্লামেন্টের ভোটাধীন করা হয় নি। তা ছাড়া সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, ভারতের নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও সদস্য প্রমুখ পদাধিকারীর স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করার জন্য এঁদের বেতন ও ভাতাজনিত ব্যয়কে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা হয়েছে। গ্রেট ব্রিটেনেও এই ব্যবস্থা আছে। ব্রিটেনেও কতকগুলি ব্যয়কে 'সঞ্চিত তহবিলী ব্যয়' (Consolidated Fund Services) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ব্যয়গুলি পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত স্থায়ী আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে জাতীয় ঋণ বাবদ ব্যয়, রাজা বা রানীর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই ব্যয়গুলি প্রতি বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষ নয়।

বাৎসরিক অনুমোদন-সাপেক্ষ ব্যয় ॥ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ব্যয়গুলি প্রতি বছর পার্লামেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষ। এই সমস্ত ব্যয়ের জন্য লোকসভার অনুমোদন একান্তভাবে অপরিহার্য। গ্রেট ব্রিটেনেও এই ব্যবস্থা আছে। ব্রিটেনেও সরকারের এই সমস্ত ব্যয় বাৎসরিক অনুমোদনসাপেক্ষ ব্যয় (Supply Services) হিসাবে গণ্য হয়।

বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা ॥ অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করার কয়েক দিন বাদেই বাজেট নিয়ে পার্লামেন্টে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। নির্দিষ্ট কয়েক দিন ধরে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে এই আলোচনা চলে। এই সময় বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ বা রাজস্ব সম্পর্কিত কোন বিষয়ের উপর আলোচনা বা ভোটাভূতি হয় না। এই পর্যায়ে সামগ্রিকভাবে বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা হয়। বাজেটের মাধ্যমে ব্যক্ত সরকারী নীতির আলোচনা ও সমালোচনা করা হয়। শাসক দল এবং বিরোধী দলের সদস্যরা যে যার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা ও সমালোচনায় যোগ দেন। এই সময় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের সমালোচনা করা হয়। এবং জনগণের অভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করা হয়। বাজেট নিয়ে এই সাধারণ আলোচনার শেষে সরকারের তরফে অর্থমন্ত্রী জবাবী ভাষণ দেন।

সাধারণ আলোচনার পর বাজেটের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। সাধারণ আলোচনা পার্লামেন্টের উভয় কক্ষেই হয়। রাজ্যসভায়ও বাজেটের সাধারণ আলোচনা হয়। কিন্তু বিস্তৃত আলোচনা কেবল লোকসভাতেই হয়। বাজেটের মধ্যে ব্যয়-বরাদ্দের বিবরণ থাকে। লোকসভাই ব্যয়-বরাদ্দের বিষয়ে আলোচনা করে এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকার লোকসভাতেই ব্যয়-বরাদ্দের দাবী পেশ করে। এই সমস্ত দাবী নিয়ে লোকসভায় আলোচনা ও ভোট গ্রহণ করা হয়। লোকসভার স্পীকার এ নিয়ে আলোচনার দিন ও সময় নির্ধারণ করেন। সাধারণতঃ লোকসভার নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্পীকার আলোচনা ও ভোট গ্রহণ করার সময় ও দিন স্থির করেন।

তিন ধরনের ছাঁটাই প্রস্তাব ॥ ব্যয়-বরাদ্দের দাবী নিয়ে আলোচনার সময় লোকসভা প্রস্তাবিত কোন ব্যয়ের দাবীর পরিমাণ হ্রাস করতে পারে বা একেবারে প্রত্যাহান করতে পারে; কিন্তু কোন ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে না। তা ছাড়া লোকসভার কোন সাধারণ সদস্য ব্যয়-বরাদ্দের কোন দাবী পেশ করতে পারে না। সরকারের ব্যয়নীতি সমালোচনার উদ্দেশ্যে লোকসভার বিরোধী দলগুলি ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাব করে। এই উদ্দেশ্যে সরকারের বিরোধী সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের ছাঁটাই প্রস্তাব (Cut Motion) উত্থাপন করে থাকেন। লোকসভার নিয়মাবলী বিরোধী সদস্যরা বিভিন্ন ধরনের ছাঁটাই প্রস্তাব (Rules of the House of People) অনুসারে ছাঁটাই প্রস্তাব তিন ধরনের হয়। এই তিন ধরনের ছাঁটাই প্রস্তাব হল: (১) 'ব্যয় সংক্ষেপ সম্পর্কিত ছাঁটাই প্রস্তাব' (Economy Cut), (২) 'নীতি অনুমোদন সম্পর্কিত ছাঁটাই প্রস্তাব' (Disapproval of the Policy Cut) এবং (৩) 'প্রতীক ছাঁটাই প্রস্তাব' (Token Cut)। এই তিন ধরনের ছাঁটাই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। সরকারের কোন ব্যয়ের দাবী মাত্রাতিরিক্ত মনে করলে লোকসভা তা কমানোর জন্য 'ব্যয়' সংক্ষেপ সম্পর্কিত ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করে। এতে কোন বিশেষ খাতে সরকারের ব্যয়ের দাবীর পরিমাণের নির্দিষ্ট একটি অংশ হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়। যেমন এ ধরনের ছাঁটাই প্রস্তাবে বলা হতে পারে যে সরকারের ব্যয়ের দাবীর পরিমাণ এক লক্ষ টাকা কমান হোক। কোন বিশেষ খাতে সরকারের দাবীকে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে বিরোধীরা 'নীতি অনুমোদন সম্পর্কিত ছাঁটাই প্রস্তাব' উত্থাপন করেন। এ ধরনের ছাঁটাই প্রস্তাবে সরকারের ব্যয়ের দাবীকে ছাঁটাই করে নামমাত্র অঙ্কে নামিয়ে আনার কথা বলা হয়। যেমন প্রস্তাবে বলা হতে পারে যে সরকারের ব্যয়ের দাবীকে ছাঁটাই করে এক টাকায় নামিয়ে আনা হোক। সরকারের কোন অর্থনৈতিক ব্যয়-বরাদ্দের দাবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর উদ্দেশ্যে বিরোধী পক্ষ 'প্রতীক ছাঁটাই প্রস্তাব' উত্থাপন করে থাকে। প্রস্তাবে কোন নির্দিষ্ট খাতে সরকারের ব্যয় দাবী সামান্য পরিমাণে ছাঁটাই করার কথা বলা হয়। যেমন বলা হতে পারে যে কোন একটি খাতে সরকারের মোট ব্যয়ের দাবীর পরিমাণ থেকে পঞ্চাশ টাকা ছাঁটাই করা হোক। যাইহোক সরকারের ব্যয়-বরাদ্দের দাবীর উপর উত্থাপিত ছাঁটাই প্রস্তাবের ভোট গ্রহণ করা হয়। কোন ছাঁটাই প্রস্তাব ভোটে পাস হয়ে গেলে সরকারকে পদত্যাগ করতে হয়। কারণ ভোটাভূতিতে ছাঁটাই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার অর্থ হল সরকার লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থা হারিয়েছে।

গিলোটিন // ব্যয়-বরাদ্দের দাবী নিয়ে পার্লামেন্টে বিচার-বিবেচনার জন্য সময় নির্দিষ্ট থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহু বিষয় নিয়ে আর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় থাকে না। এ রকম অবস্থায় লোকসভার স্পীকার বাজেট আলোচনার শেষ দিনে একটি বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় নেন। এই পদ্ধতিটিকে 'গিলোটিন' (Guillotine) বলা হয়। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে স্পীকার ব্যয়-বরাদ্দের বাকি দাবীগুলো বিনা আলোচনায় ভেঙে দেন। অর্থাৎ আলোচনা ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে সরকারের ব্যয়-বরাদ্দের বহু দাবীর খুঁটিনাটি বিষয় আলোচনা না করেই লোকসভায় গ্রহণ করা হয়। গিলোটিন পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য সরকারী ব্যয়-ব্যবস্থার উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ বহুলাংশে অকার্যকর হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ ব্রিটেনেও এই একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ কমন্সভাকে ২৯ দিনের মধ্যে সরকারী ব্যয় সম্পর্কিত যাবতীয় আলোচনা ও ভোটাভুটি শেষ করতে হয়। সেখানেও শেষ দিনের আগের দিন গিলোটিন পদ্ধতি প্রয়োগ করে অবস্থা সামাল দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে হিলটন (Hilton Young) তাঁর *System of National Finance* গ্রন্থে বলেছেন: "Between a third and half of the total expenditure for the year is often voted in an hour or so, without any sort or kind of debate or criticism.....It reduces the whole laborious process of the control of expenditure by the House to something of a farce."

বিনিয়োগ আইন // ভারত সরকারের ব্যয় দু'ধরনের : লোকসভায় 'অনুমোদিত ব্যয়' (grants voted) এবং 'ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়' (expenditure charged on the Consolidated Fund of India)। ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ তুলে এই দু'ধরনের ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। কিন্তু পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের সমর্থন ছাড়া এই তহবিল থেকে এক কপর্দকও খরচ করা যায় না [১১৪(৩) ধারা]। সংবিধানের ২৬৬(৩) ধারায়ও এই নির্দেশ আছে। এই কারণে সরকারের ব্যয়-বরাদ্দের দাবী লোকসভায় অনুমোদিত হওয়ার পরই সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করার জন্য একটি বিল প্রণয়ন ও লোকসভায় পেশ করতে হয়। একে 'বিনিয়োগ বিল' (Appropriation Bill) বলে। এ হল একটি অর্থবিল। তাই এই বিল কেবল লোকসভাতেই উত্থাপন করা যায়। বিনিয়োগ বিলের পদ্ধতি সম্পর্কে সংবিধানের ১১৪ ধারায় আলোচনা আছে। বিনিয়োগ বিল নিয়ে আলোচনার প্রাক্কালে মঞ্জুরীকৃত কোন ব্যয়ের পরিমাণ, ভারতের সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি কিংবা ব্যয়ের উদ্দেশ্য পরিবর্তনের জন্য কোন সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় না [১১৪(২) ধারা]। তবে এই সময় শাসন-বিভাগীয় নীতি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যায়। তবে সে সুযোগও সীমাবদ্ধ। কারণ সরকারের ব্যয়-বরাদ্দের দাবী বিচার-বিবেচনার সময় যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে সে নিয়ে পুনরায় আলোচনা করা যায় না। বিনিয়োগ বিল পাস হলে তা 'বিনিয়োগ আইন' (Appropriation Act)-এ পরিণত হয়। এই আইনের ভিত্তিতে সরকার ভারতের সঞ্চিত তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ তোলার ও ব্যয় করার ক্ষমতা লাভ করে।

গণনানুদান // পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য পার্লামেন্টে বাজেট অনুমোদিত হলে এবং বিনিয়োগ আইন প্রণীত হলে সরকার সঞ্চিত তহবিল থেকে ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। তবে নতুন আর্থিক বছর শুরু হওয়ার আগেই বাজেট পাস এবং বিনিয়োগ আইন প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য সঞ্চিত তহবিল থেকে কোন অর্থ ব্যয় করা যাবে না। বাস্তবে বাৎসরিক বাজেট পাস এবং বাৎসরিক বিনিয়োগ আইন প্রণয়নের কাজ শেষ হতে হতে নতুন আর্থিক বছর আরম্ভ হয়ে যায়। এ রকম অবস্থায় সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহে যাতে অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা সংবিধানে করা হয়েছে। সংবিধানের ১১৬(১) ধারায় এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। এই ব্যবস্থাকে গণনানুদান (Votes on Account) বলে। নতুন আর্থিক বছর শুরু হওয়ার তারিখ থেকে বাৎসরিক বাজেট ও বাৎসরিক বিনিয়োগ আইন পার্লামেন্টে পাস না হওয়া পর্যন্ত নতুন আর্থিক বছর আরম্ভ হওয়ার আগেই লোকসভা সরকারকে অর্থ ব্যয় করার অনুমতি দেয়। এই ব্যবস্থাকেই গণনানুদান বলে। আবার এই গণনানুদানকে বৈধকরণের জন্য লোকসভা সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ (গণনানুদান) আইন [Appropriation (Votes on Account) Act] প্রণয়ন করে। গণনানুদানের পক্ষে বলা হয় যে সংবিধানে এই ব্যবস্থা আছে বলেই সরকারের ব্যয়-বরাদ্দের দাবী যথাযথভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাওয়া যায়; তাড়াছড়ো করে বাৎসরিক বাজেট পাস করতে হয় না।

অনুপূরক বা অতিরিক্ত এবং অধিক অনুদান // অনেক সময় কোন বিশেষ বাৎসরিক বাজেটে বরাদ্দ লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয় পরবর্তী কালে কার্যক্ষেত্রে অপ্রতুল প্রতিপন্ন হয়। অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তখন সরকার লোকসভার কাছে অনুপূরক বা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী জানিয়ে একটি 'অনুপূরক ব্যয়ের হিসাব' (Supplementary Estimates) পেশ করে। লোকসভা তা মঞ্জুর করলে তাকে অনুপূরক বা অতিরিক্ত অনুদান (Supplementary or Additional Grants) বলে। চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই অনুপূরক ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যিক। আবার কোন আর্থিক বছরে কোন বিষয়ে বাজেটে বরাদ্দ ও মঞ্জুরীকৃত ব্যয়ের থেকে সরকার অধিক অর্থ ব্যয় করে ফেলে। এ রকম ক্ষেত্রে সেই অতিরিক্ত ব্যয়ের হিসাব

লোকসভায় পেশ করতে হয় এবং অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। এই ব্যয় অনুমোদিত হলে তাকে 'অধিক অনুদান' (Excess Grants) বলে। এই অধিক ব্যয়ের হিসাব চলতি আর্থিক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর একটি বিবরণী আকারে লোকসভায় পেশ করতে হয়। সংবিধানের ১১৫ ধারায় অনুপূরক বা অতিরিক্ত এবং অধিক অনুদান সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

এধরনের অনুদানের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকার ফলে সরকারের সুবিধা হয়। এ কথা ঠিক। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে সরকারের মিতব্যয়িতা নীতি বিঘ্নিত হয়। মঞ্জুরীকৃত অর্থের মধ্যেই সরকার তার ব্যয়কে সীমাবদ্ধ রাখতে যথেষ্ট যত্নবান হয় না। সরকার ধরেই নেয় যে অধিক ব্যয় করলেও লোকসভা তা অনুমোদন করবেই। প্রকৃত প্রস্তাবে এ ধরনের অনুদানের ঘটনা ও পরিমাণ যদি বাড়তে থাকে তা হলে সরকারের ব্যয়নীতির উপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ আলাগা হয়ে পড়ে।

প্রত্যয়ানুদান // সরকার যাতে অপ্রত্যাশিত ও অনিশ্চিত ব্যয় নির্বাহ করতে পারে তার ব্যবস্থা সংবিধানে করা হয়েছে। এ রকম ব্যয় নির্বাহের জন্য লোকসভা সরকারকে অর্থ ব্যয়ের যে অনুমতি দেয় তাকে 'প্রত্যয়ানুদান' (Votes of Credit) বলে। যেমন যুদ্ধ বা যে কোন সঙ্কটকালীন অবস্থা মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে সরকারের হাতে বড় অঙ্কের একটি তহবিল থাকে। প্রত্যয়ানুদান নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকে না। সংবিধানের ১১৬ (১খ) ধারায় প্রত্যয়ানুদান সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

ব্যতিক্রমানুদান // আবার চলতি আর্থিক বছরের জন্য অনুমোদিত ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা লোকসভা সরকারকে দিতে পারে। লোকসভা এই ভাবে সরকারকে অর্থ ব্যয়ের অনুমতি দিলে তাকে 'ব্যতিক্রমানুদান' (Exceptional Grants) বলে।

রাজস্ব আইন // পার্লামেন্টে বাৎসরিক বাজেট পেশ করার প্রাক্কালে রাজস্ব বিল (Finance Bill) -ও পেশ করতে হয়। সরকারী ব্যয়-বরাদ্দের মত সরকারী আয়ের ব্যাপারেও পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের প্রয়োজন হয়। পার্লামেন্টের আইন ছাড়া সরকার কর ধার্য ও কর সংগ্রহ করতে পারে না। এই কারণে সরকার বাৎসরিক বাজেটের মত রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে রাজস্ব বিলের আকারে রাজস্ব সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলিকে পার্লামেন্টে পেশ করে। নতুন কর প্রবর্তন, প্রচলিত কোন কর পরিহার, প্রচলিত কোন করের হারের পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব রাজস্ব বিলে থাকে। অর্থাৎ সরকারের রাজস্ব সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলিই হল রাজস্ব বিল। রাজস্ব বিলের উপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিরেকে উত্থাপিত করা যায় না। তবে রাজস্ব বিল নিয়ে আলোচনার প্রাক্কালে পার্লামেন্টে সরকারের বিরুদ্ধে যে-কোন অভিযোগ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এই সময় সরকারের অর্থিক নীতি ও সামগ্রিকভাবে শাসনকার্য পরিচালনা সম্পর্কে সমালোচনা করা যায়। এ ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের ব্যাপক স্বাধীনতা আছে। প্রসঙ্গত 'সাময়িক কর সংগ্রহ আইন' (Provisional Collecting of Taxes Act) সম্পর্কে উল্লেখ করা দরকার। এই আইনের মাধ্যমে বাণিজ্য শুল্ক, অন্তঃশুল্ক প্রভৃতি ধার্য ও সংগ্রহ করার অনুমতি পার্লামেন্ট সরকারকে দেয়। বাৎসরিক বাজেট পার্লামেন্টে পেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের রাজস্ব প্রস্তাবগুলি কার্যকর করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। রাজস্ব বিল পেশ এবং রাজস্ব আইন পাস হওয়ার পর কর আদায়ের ব্যবস্থা করতে অনেক দেরি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাতে সরকারের রাজস্ব আদায়ে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। এই কারণে সাময়িক কর সংগ্রহ আইনের সংস্থান আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পার্লামেন্ট গণনানুদানের মাধ্যমে সরকারকে বাৎসরিক বাজেট পাসের আগেই সাময়িকভাবে ব্যয় নির্বাহের অনুমতি দেয়।

লোকসভার স্থায়ী কমিটিসমূহ (Standing Committee of the Lok Sabha)

লোকসভা এবং রাজ্যসভা ভারতীয় পার্লামেন্টের এই দুটি কক্ষে কতকগুলি স্থায়ী কমিটি আছে। লোকসভার স্থায়ী কমিটিসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কমিটিগুলির গঠন ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার।

- (১) আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (The Estimates Committee) § ১৫.৮.(ক) অংশের আলোচনা দ্রষ্টব্য।
- (২) সরকারী গণিতক কমিটি (The Public Accounts Committee) § ১৫.৮.(খ) অংশের আলোচনা দ্রষ্টব্য।
- (৩) কার্যপরিচালনা সম্পর্কিত পরামর্শদাতা কমিটি (The Business Advisory Committee) § লোকসভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৫২ সালেই এই কমিটি গঠন করা হয়। লোকসভার প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতেই এই কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা ১৫। বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় বিশিষ্ট সদস্যদের এই কমিটিতে নিযুক্ত করা হয়। লোকসভার স্পীকার কমিটি সদস্যদের নিযুক্ত করেন। এবং স্পীকার নিজেই এই কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন। নতুন একটি কমিটি গঠিত না হওয়া অবধি আগের কমিটি কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

লোকসভার কার্যাবলী সম্পর্কিত নির্ঘণ্ট নিয়ন্ত্রণ করাই হল এই কমিটির কাজ। কমিটি লোকসভার আলোচনার সময়-সূচী ঠিক করে। যে সমস্ত বিল সভায় উত্থাপিত হবে কমিটি সেগুলির আলোচনার জন্য সময় স্থির করে। সরকারী বিল আলোচনার সময় নির্ধারণ করে। তা ছাড়া আলোচনার সময়সূচীতে কোন কোন বিলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে সে বিষয়েও কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়। তবে এসবই কমিটি সুপারিশের আকারে লোকসভার কাছে পেশ করে। লোকসভা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সমস্ত সুপারিশ মেনে নেয়। সাধারণতঃ সর্বসম্মতভাবে কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

(৪) বেসরকারী বিল প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Private Members' Bills and Resolutions) // লোকসভায় এই কমিটি সর্বপ্রথম গঠিত হয় ১৯৫৩ সালে। এখন অনধিক ১৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। লোকসভার স্পীকার সদস্যদের মনোনীত করেন। সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ এক বছর। এই কমিটিতে সভাপতিত্ব করেন লোকসভার সহকারী স্পীকার (Deputy Speaker)।

এই কমিটি বেসরকারী সদস্যদের দ্বারা উত্থাপিত বিল ও প্রস্তাবগুলিকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে। তারপর গুরুত্ব অনুসারে বিলগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে। কমিটি সংশ্লিষ্ট বিলগুলির আলোচনার সময় সম্পর্কেও সুপারিশ করে। এরকম কোন বিলের অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় লোকসভার এজিয়ার ডুভে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে কমিটি তা বিচার-বিবেচনা করে দেখে। বেসরকারী কোন বিলে যদি সংশোধনের প্রস্তাব থাকে, তা হলে এই কমিটি সংশ্লিষ্ট বিলটিকে পরীক্ষা করে দেখে। এবং তারপর তা লোকসভায় কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

(৫) আবেদন সম্পর্কিত কমিটি (Committee in Petitions) // এই কমিটি গঠনের বিষয়টি ১৯৫৩ সালে লোকসভায় স্বীকৃত হয়। ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। সদস্যদের লোকসভার স্পীকার মনোনীত করেন। কমিটি সদস্যদের মধ্যে একজন সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। নতুন একটি কমিটি গঠিত না হওয়া অবধি আগের কমিটি কাজ চালিয়ে যায়। বিল বা অন্যান্য বিষয়ে জনগণ লোকসভার কাছে যে সমস্ত আবেদন করে এই কমিটি সেগুলি বিচার-বিবেচনা করে দেখে এবং সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে লোকসভার কাছে তা পেশ করে। লোকসভা এই প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের আবেদন সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে।

(৬) নিয়মাবলী সম্পর্কিত কমিটি (Rules Committee) // এই কমিটি ১৯৪৮ সালে গঠন করা হয়। এই কমিটিও ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়। লোকসভার স্পীকার সদস্যদের মনোনীত করেন। পদাধিকারবলে স্পীকারই হলেন এই কমিটির সভাপতি। নতুন একটি কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী কমিটি কাজ চালিয়ে যায়। এই কমিটি লোকসভার কার্যপদ্ধতি ও কার্যপরিচালন সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করে। কমিটি প্রয়োজন মনে করলে প্রচলিত নিয়ম-কানূনের পরিবর্তন এবং নতুন নিয়ম-কানুন প্রণয়নের ব্যাপারে সভার কাছে সুপারিশ করে।

(৭) বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Privileges) // বিশেষাধিকার সম্পর্কিত কমিটি হল লোকসভার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কমিটি। এই কমিটিও ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়। লোকসভার স্পীকারই সকলকে মনোনীত করেন। স্পীকারই কমিটির সভাপতিকে মনোনীত করেন। তবে লোকসভার সহকারী স্পীকার (Deputy Speaker) যদি কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত হয়ে থাকেন, তবে তিনিই কমিটির সভাপতি হিসাবে স্বীকৃত হন।

লোকসভা, লোকসভার সদস্য এবং সভার অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে এই কমিটি বিচার-বিবেচনা করে। লোকসভা ও তার সদস্যদের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও বিশেষ মর্যাদা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কমিটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। লোকসভার সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে কতকগুলি বিশেষ অধিকার ও অব্যাহতি ভোগ করে থাকেন। এই সমস্ত বিশেষাধিকার লঙ্ঘিত হলে সংশ্লিষ্ট অভিযোগটি সভায় উত্থাপিত হয়। স্পীকার অধিকার ভঙ্গের অভিযোগটি এই কমিটির কাছে পেশ করেন। কমিটি তখন সক্রিয় হয়ে উঠে। কমিটি সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংগ্রহ করে, বিচার-বিশ্লেষণ করে এবং একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা লোকসভার কাছে পেশ করে। প্রতিবেদনে প্রদত্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এবং একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা লোকসভার কাছে পেশ করে। সভার সদস্য নন এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক লোকসভার কোন সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সভাকে অসম্মান করা বা সভার কোন নির্দেশ অগ্রাহ্য করা কিংবা সভার কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করা প্রভৃতি কারণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশেষাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলা যায়।

(৮) অধস্তন আইন সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Subordinate Legislation) // এই কমিটিও ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়। লোকসভার স্পীকার সদস্যদের মনোনীত করেন। সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ এক বছর। স্পীকার সাধারণতঃ বিরোধী দলের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রীরা এই কমিটির সদস্য হতে পারে না।

ভারত হল একটি জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র। এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের জন্য সরকারকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু আইন প্রণয়ন করতে হয়। কিন্তু পার্লামেন্টের পক্ষে সকল বিলের খুঁটিনাটি সকল দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিবেচনা করে আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না। এর পিছনে নানা কারণ আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সময়ের স্বল্পতা, বিপুল সদস্যসংখ্যা, সাধারণ সদস্যদের বিশেষ জ্ঞানের অভাব প্রভৃতি। এই অবস্থায় পার্লামেন্ট আইনের কেবল মূল কাঠামোটি তৈরী করে দেয় এবং শাসন-বিভাগের হাতে বিস্তারিতভাবে নিয়মকানুন

প্রণয়নের দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করে। এই ক্ষমতাবলে শাসন-বিভাগ যে আইন প্রণয়ন করে তাকে অর্পিত ক্ষমতা-প্রসূত আইন বা অধস্তন আইন (Subordinate Legislation) বলে। উপ-আইন, বিধি, উপ-বিধি প্রভৃতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে লোকসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে শাসন-বিভাগ অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করছে কিনা তা তদারকি করার জন্য লোকসভার একটি কমিটি আছে। এই কমিটিকেই অধস্তন আইন সম্পর্কিত কমিটি বলে। এই কমিটির মূল কাজ হল শাসন-বিভাগ পার্লামেন্ট প্রদত্ত ক্ষমতার কোন অপব্যবহার করেছে কিনা তা নজর রাখা এবং সে বিষয়ে প্রতিবেদনের মাধ্যমে লোকসভাকে অবহিত করা।

(৯) সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Government Assurances) ॥ ১৯৫৩ সালে প্রথম এই কমিটি গঠিত হয়। তখন সুচেতা কৃপালনী এর সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে এই কমিটি ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়। লোকসভার স্পীকার সদস্যদের মনোনীত করেন। সদস্যদের কার্যকাল এক বছর। মন্ত্রীরা এই কমিটির সদস্য হতে পারেন না।

ভারতের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় লোকসভার এই কমিটিটি অভিনব এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্ত্রীরা বিভিন্ন বিষয়ে লোকসভায় নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন। সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা বা কার্যকর করা হচ্ছে কিনা তা পর্যালোচনা করা এবং সে বিষয়ে লোকসভার কাছে প্রতিবেদন পেশ করাই হল এই কমিটির মূল কাজ। এই কমিটির অস্তিত্বের জন্যই মন্ত্রীরা লোকসভায় ভিত্তিহীন আশ্বাস দিয়ে সভার সদস্যদের এবং জনগণকে বিভ্রান্ত করতে পারেন না। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই কমিটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। ভারতের লোকসভার এই কমিটি তার বিভিন্ন প্রতিবেদনে এই মন্তব্য করেছে যে মোটামুটি দু'মাসের মধ্যে সরকারী আশ্বাসকে কার্যকর করা উচিত। অন্যথায় তার কারণ সাংসদদের জানান দরকার।

(১০) লোকসভার সদস্যদের সভায় অনুপস্থিতি সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Absence of Members) ॥ এই কমিটি ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। সদস্যগণ লোকসভার স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হন। সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ হল এক বছর। এই কমিটির সভাপতিকে স্পীকার মনোনীত করেন।

লোকসভার সদস্যরা সভার বৈঠক থেকে অনুপস্থিত হলে ছুটি চেয়ে দরখাস্ত করেন। এই কমিটি সেই সমস্ত দরখাস্ত বিবেচনা করে। তা ছাড়া কোন সদস্য বিনা অনুমতিতে একটানা ৬০ দিন বা তার বেশী সভার বৈঠকে হাজির না হলে কমিটি বিষয়টি বিবেচনা করে। সংশ্লিষ্ট সাংসদের এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণে আসনটি শূন্য ঘোষণা করা হবে, নাকি এই অনুপস্থিতি মার্জনা করা হবে সে বিষয়ে এই কমিটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে এবং তা লোকসভায় পেশ করে।

(১১) কক্ষ সম্পর্কিত কমিটি (House Committee) ॥ এই কমিটির সদস্যসংখ্যা হল ১২। লোকসভার স্পীকার সদস্যদের মনোনীত করেন। সদস্যদের কার্যকলাপের মেয়াদ এক বছর। এই কমিটির মূল কাজ হল লোকসভার সদস্যদের বাসস্থান ও সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করা।

(১২) সরকারী উদ্যোগাধীন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Public Undertakings) ॥ এই কমিটি প্রথম গঠিত হয় ১৯৬৪ সালে। এই কমিটির মোট সদস্য সংখ্যা হল ১৫। লোকসভা থেকে ১০ জন এবং রাজ্যসভা থেকে ৫ জন সদস্য নির্বাচিত হন। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে এঁরা নির্বাচিত হন। সদস্যদের বয়সের ভিত্তিতে মোট সদস্যের এক-পঞ্চমাংশ এক বছর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন। এই কমিটির মূল কাজ হল সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ও হিসাব পরীক্ষা করে দেখা এবং এ ব্যাপারে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক (Comptroller and Auditor General)-এর কোন প্রতিবেদন যদি থাকে তা হলে তা বিচার-বিবেচনা করা। তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথ বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক নীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কিনা কমিটি তাও পরীক্ষা করে দেখে। ক্ষেত্রবিশেষে লোকসভার স্পীকার এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আনুমানিক ব্যয়-হিসাব কমিটি এবং সরকারী গণিতক কমিটির দায়িত্ব আংশিকভাবে এই কমিটির উপর ন্যস্ত করতে পারেন।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পর্বে ভারতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও শিল্প সংস্থা সরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত সংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন (O. N. G. C.), দামোদর ভ্যালী করপোরেশন (D.V.C), শিল্প সংক্রান্ত অর্থ কমিশন (Industrial Finance Commission) প্রভৃতি। এই সংস্থাগুলি সাধারণতঃ বিভাগীয় মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন স্ব-শাসিত সংস্থা হিসাবে পরিচালিত হয়। পার্লামেন্ট আলোচ্য কমিটির মাধ্যমে এই সমস্ত সরকারী সংস্থার উপর তার নিয়ন্ত্রণ কয়েম করে। কমিটি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির কাজকর্মের ত্রুটি-বিচ্ছাদিত উদ্ঘাটন করে এবং তা নিরসনের ব্যাপারে সুপারিশ করে।

(১৩) সাংসদদের বেতন ও ভাতা সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Salaries and Allowances of Members of Parliament) ॥ এই কমিটি মোট ২০ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়। লোকসভার স্পীকার ১৫ জনকে মনোনীত করেন এবং রাজ্যসভার সভাপতি ৫ জনকে মনোনীত করেন। এই কমিটির মূল কাজ হল সাংসদ-সদস্যদের বেতন ও ভাতা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা ও সুপারিশ করা।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে শেষোক্ত তিনটি কমিটি লোকসভা এবং রাজ্যসভা—পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। তা ছাড়া উভয় কক্ষের আরও কয়েকটি যুক্ত কমিটি আছে। এগুলি হল: তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের কল্যাণ সম্পর্কিত কমিটি (Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes), বেতনভুক পদ সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Offices of Profit) প্রভৃতি।

(১৪) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কমিটি (Library Committee) ॥ এই কমিটি মোট ৯ জন সদস্যকে নিয়ে গঠিত হয়। তার মধ্যে লোকসভার স্পীকার ৫ জনকে এবং রাজ্যসভার সভাপতি ৪ জনকে মনোনীত করেন। পদাধিকারবলে লোকসভার সহকারী স্পীকার (Deputy Speaker) এই কমিটির সভাপতি পদে আসীন হন। এই কমিটির মূল কাজ হল সংসদের গ্রন্থাগারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয় নিয়ে বিচার-বিবেচনা করা। তা ছাড়া কমিটি এই গ্রন্থাগারের সামগ্রিক উন্নতির ব্যাপারে লোকসভার কাছে সুপারিশ করে।

অস্থায়ী কমিটি (Ad-hoc Committee) ॥ মবিশেষ উদ্দেশ্যে অস্থায়ী কমিটিগুলি গঠন করা হয়। নির্দিষ্ট কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে অস্থায়ী কমিটি ভেঙ্গে যায়। অস্থায়ী কমিটির উপযুক্ত উদাহরণ হল 'বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটি'। তা ছাড়া এ প্রসঙ্গে অনুসন্ধান কমিটির কথাও উল্লেখযোগ্য।

(১) বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটি (Select Committee on Bills) ॥ লোকসভার কোন বিলকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব গৃহীত হলে সিলেক্ট কমিটি গঠন করা হয়। সংশ্লিষ্ট বিলটির প্রস্তাবকারী মন্ত্রী বা সদস্য এই কমিটির সদস্যদের নাম প্রস্তাব করেন। লোকসভা সেই নামগুলি মেনে নেয়। স্পীকার কমিটির সদস্যদের ভিতর থেকে একজনকে সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করেন। তবে সংশ্লিষ্ট বিলটির উত্থাপক যদি কোন মন্ত্রী হয়ে থাকেন তাহলে স্পীকার তাঁকেই কমিটির সভাপতি করেন।

সিলেক্ট কমিটিতে বিলটির আলোচনা ও ধারাওয়ারি বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। কমিটি বিলটি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত শোনে। যথাযথ বিচার-বিবেচনার স্বার্থে কমিটি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তলব করতে এবং সাক্ষীসাবুদ গ্রহণ করতে পারে। যাই হোক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমিটি আলোচ্য বিলটি সম্পর্কে তার মতামত সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ও তা লোকসভায় পেশ করে। এবং এর পরই এই কমিটির আয়ুষ্কাল শেষ হয়।

(২) অনুসন্ধান কমিটি (Committee of Inquiry) ॥ গুরুত্বপূর্ণ কোন বিশেষ বিষয়ে অনুসন্ধানের দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ এ রকম কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুসন্ধান করে এবং তারপর অনুসন্ধান সম্পর্কিত তার রিপোর্ট লোকসভায় পেশ করে। এর পরই এই অনুসন্ধান কমিটি ভেঙ্গে যায়।

রাজ্যসভার কমিটিসমূহ (Committee of the Rajya Sabha) ॥ ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভারও কতকগুলি কমিটি আছে। তবে রাজ্যসভার কমিটির সংখ্যা তুলনামূলক বিচারে কম। রাজ্যসভার কমিটিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: কার্য পরিচালনা সম্পর্কিত পরামর্শদান কমিটি (Business Advisory Committee), নিয়মাবলী সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Rules), আবেদন সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Petitions), বিশেষাধিকার সম্পর্কিত কমিটি (Committee on Privileges) প্রভৃতি। লোকসভার অনুরূপ কমিটিগুলির গঠন ও কার্যাবলীর মতই হল রাজ্যসভার সমস্ত কমিটির গঠন ও কার্যাবলী।